মোহর ভট্টাচার্য
পরকীয়

কেমন আছো বিপদ আমার, অতি-পুরনো ব্যথা?
গভীরতম যন্ত্রণা হে, রূঢ় সতর্কতা?
এখনো বুঝি কবিতা পড়ো, এখনো গান গাও?
আজো কি সেই চৌকো বাড়ি, নদীর কিনারাও?
আজো কি রাত দুপুর হলে টেলিফোনের পাশে
আধ-পাগল ম্যান্ডোলিনে বৃষ্টি নেমে আসে?

এই শহরেও বর্ষা নামে, বহুতলের গায়
অন্ধ চোখে বন্ধ মুখে কান্না আছড়ায়
কাঁদন-বাঁধন পড়শিজীবন পার করেছি আধা
আমার যেমন বেণিবন্ধ ছিল তেমনি আছে বাঁধা
হিসেব করে নিষেধ মেনে নদীর কূলে বাস
বিধি আমার ধান মেপেছেন সাতকাহনে মাস
ধান ফুরলো, গান ফুরলো, সুয্যি গেল পাটে
সারা জীবন, বিপদ, বলো, এই প্রবাসে কাটে?

কাটুক না হয়, হৎকমলে রক্ত ঝরে যাক,
অসামাজিক কক্ষে ঘুরি বেহায়া সাতপাক
হঠাৎই আজ বিপদ, তোমার ছায়াপথের বাঁকে
এক মুহূর্ত চুপ বলি এই সতর্ক হত্যাকে
একটা মিনিট সময় চুরি আলোকবর্ষ পার
ভাবছি যদি ঘ্রাণ নিই এই বিষণ্ণ সন্ধ্যার!
কেমন হবে বিপদ, যদি সতর্কতা ভুলে
বিপজ্জনক আঙুল রাখি নুন-মরিচ চুলে?
একশো বছর আলগা মুঠোয় আগুন ভরেছি
কেমন হবে, এবার, যদি আলতো ছুঁয়ে দিই?

www.srishtisandhan.com